খুলনা থেকে আসা ৬৬ টন পচাঁ গম ঝিনাইদহ সরকারী খাদ্য গুদামে সংরক্ষন

খুলনা সিএসডি খাদ্য গুদাম থেকে আসা ৬৬ টন পচাঁ গম ঝিনাইদহ সরকারী খাদ্য গুদামে গুদামজাত করা হয়েছে। শুক্রবার দিনব্যাপি এসব পচাঁ গম ৪টি ট্রাক থেকে আনলোডের মাধ্যমে গুদামে রাখা হয়।

জানা যায়, খুলনা সিএসডির চলতি দায়িত্বে থাকা সহকারী ব্যবস্থাপক পূর্নিমা মন্ডল স্বাক্ষরিত ১৬জুলাই ৪টি ভি-ইনভয়েসের মাধ্যমে এসব পচাঁ গম ঝিনাইদহ সদর উপজেলা খাদ্য গুদামে (সদর এলএসডি তে পাঠায়। বৃহস্পতিবার ভোরে ঝিনাইদহ সদর সরকারী খাদ্য গুদামের (সদর ওসিএলএসডি) গেটে ৪টি ট্রাকে ৬৬টন পঁচা গম নিয়ে প্রবেশ করে। প্রথম জেটি-১১-১৮২৪ নম্বর ট্রাকে ২৯৫ বস্তা যার নীট ওজন ১৬.৮৭০ টন, দ্বিতীয় জেটি-১১-১২৯৬ নম্বর ট্রাকে ২৯৬ বস্তা যার নীট ওজন ১৬.৭৭৯ টন,তৃতীয় ডিএমটি-২৪-৩৭৭৯ নস্বর ট্রাকে ২৮৮ বস্তা যার নীট ওজন ১৬.৫৯০টন, চতুর্থ আরজেএমটি-১১-০৩৮১ ট্রাক নম্বরে ৩০০ বস্তা যার নীট ওজন ১৬.৬৮৬টন। প্রতিটি ভি-ইনভয়েসে লেখা ছিলো পন্যের নাম লাল গম এবং গুনগত মান ডিএসডি-থ্রি। প্রতিটি ভি-ইনভয়েসে খুলনা সিএসডির তল্লাসি ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর ছিলো। কিন্তু গমের ভি-ইনভয়েস দেখে উপজেলা খাদ্য পরিদর্শক জাহাঙ্গীর হোসেন মালের মান বুঝে নিতে গিয়ে দেখেন তা অত্যন্ত নিম্নমানের পচাঁ গম। তখন ট্রাক গুলা আনলোড না করে ফেরত পাঠানোর চেষ্টা করে। অফিসের মাধ্যমে খবর পেয়ে খুলনার বিভাগীয় খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যলয় থেকে একটি পরিদর্শক টিম এসে এই নিম্ন মানের পচাঁ গম ঝিনাইদহ খাদ্য গুদামে রাখার চাপ দিলে ঝিনাইদহ সদরের খাদ্য পরিদর্শক ও ভারপ্রাপ্ত গুদাম রক্ষক কর্মকর্তা জাহাঙ্গীর হোসেন তা গুদামজাত করতে বাধ্য হন। এই নিম্ন মানের ৬৬ টন গম ফেরত না দিলে ঝিনাইদহের উপকার ভোগী ভোক্তা বা গ্রাহকগণ চরম ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে এবং আগামীতে আরো দুইশ টন গম আসার কথা সেটাও নিম্ন মানের মাল পাঠাবে বলে ধারণা করা যায়।

গাড়ীর চালক ও হেলপাররা জানায়, খুলনার বৈকালী থেকে গম লোড করার সময় তারা দেখতে পান গম পঁচা, নিন্মমানের ও ধুলায় পরিপুর্ন। যেগুলা আটা করে খাওয়ার অনুপোযী। সাধারণ মানুষকে এগুলা খাওয়ালে

তার রোগাক্রান্ত হয়ে মারা যাবে। যেহেতু আমরা পরিবহনের দায়িত্বে তাই কিছু বলতে পারিনি। আমার জেলা গুদামে আসারপর আপনাদেরকে জানাতে পারলাম।

এদিকে দুইদন ট্রাক আটকিয়ে রাখায় তখন ট্রাকের চালক এবং ট্রাক মালিকদের সাথে খাদ্য পরিদর্শক জাহাঙ্গীর হোসেন বাক-বিতন্ডায় জড়িয়ে পড়ে। শুক্রবার পর্যন্ত দুদিন ট্রাক আটকিয়ে রাখার দায়ে হরিণাকুণ্ডুু ট্রাক মালিক সমিতির সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান লিটন তার ট্রাকের ক্ষতিপূরণ দাবি করলে উভয় পক্ষের মধ্যে বাক-বিতান্ডার সৃষ্টি হয়। তখন ঝিনাইদহ চেম্বার অফ কর্মাস এন্ড ইন্ডাট্রিজ এর সভাপতি ও জেলা চালকল মালিক সমিতির সভাপতি মোয়াজ্জেম হোসেন ঘটনাস্থলে পৌছে উভয় পক্ষের মধ্যস্ততায় ক্ষতিপূরণের বিষয়টি মিমাংশা করেণ এবং ট্রাক থেকে মাল আনলোড করে ট্রাকগুলো ছেড়েদেন।

এবিষয়ে সদর উপজেলা খাদ্য পরদর্শক জাহাঙ্গীর হোসেন বলেন নিম্ন মানের গম হওয়ায় আমি ট্রাক আটকিয়ে দিয়েছিলাম, ট্রাকগুলো ফেরত দেওয়ার চেষ্টা করছিলাম কিন্তু বিশেষ কারণে এই গম আমার রাখতে হয়েছে।

ঝিনাইদহ জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) প্রিয় কমল চাকমা’র বলেন আমি ছুটিতে বাড়ী থাকায় বিষয়টি সম্পর্কে কিছু জানিনা। রবিবার এসে বিস্তারিত জানাতে পারবো।

মেহেরপুরের মুনজুর আলম ‘দ্য হান্টার’ এর বিজয়গাঁথা

বাংলাদেশের প্রত্যন্ত সীমান্তবর্তী জেলা মেহেরপুরের গাড়াবাড়িয়া গ্রামের এক তরুণ আজ আন্তর্জাতিক মঞ্চে দেশের পতাকা উঁচু করে ধরেছেন। জীবন শুরু করেছিলেন মাঠের ধুলো, নদীর জলের মধ্যে; আজ তার গায়ে বয়ে যায় চ্যাম্পিয়নের ঘাম। তিনি মুনজুর আলম, যিনি ‘দ্য হান্টার’ নামে পরিচিত একজন মার্শাল আর্ট যোদ্ধা।

মাত্র ২৪ বছর বয়সেই তিনি নিজেকে দক্ষিণ এশিয়ার মিক্সড মার্শাল

আর্টস (এম এম এ) অঙ্গনের একজন উদীয়মান ফাইটার হিসেবে তুলে ধরেছেন। তার লড়াইয়ের দক্ষতা, মানসিক দৃঢ়তা ও দেশের প্রতি ভালোবাসা আজ অনেক তরুণের জন্য এক প্রেরণার নাম।

২০১৪ সালে ইউটিউবে কনর ম্যাকগ্রেগর, খাবিব নুরমাগোমেদভদের লড়াই দেখে মুগ্ধ হয়ে নিজেই শুরু করেন অনুশীলন। তখন কোনো প্রশিক্ষক ছিলেন না, বন্ধুরাই ছিল সঙ্গী। খেলার মাঠ, নদীর পাড়, বাড়ির উঠান, যেখানে সুযোগ পেতেন সেখানেই চলত ছায়া অনুশীলন।

স্কুল থেকে ফিরে বসে যেতেন ইউটিউবে প্রতিটি ঘুষি, প্রতিটি কৌশল তার ভেতরে আগুন জ্বালিয়ে দিত। বিকেলে বেরিয়ে পড়তেন বন্ধুদের নিয়ে প্র্যাকটিসে। তখনই বুঝেছিলেন এটাই তার ভবিষ্যৎ।

মুনজুরের পরিবার তখনও জানতো না, তাদের ছেলেটা আস্তে আস্তে হয়ে উঠছে একজন লড়াকু যোদ্ধা। বন্ধুদের পেলেই শুরু করতেন ছায়াযুদ্ধ। নদীতে গোসল, মাঠে খেলা, বাড়ির উঠানে অনুশীলন সবই ছিল তার রুটিনের অংশ।

পরবর্তীতে তার এই প্যাশনকে রূপ দিতে পাশে দাঁড়ান প্রশিক্ষক রাজন হালদার লিটন। এরপর শুরু হয় প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ। প্রথম ক্লাব ছিল ‘কেজ রিউ এম এম এ’, বর্তমানে তিনি যুক্ত আছেন ঢাকার ‘হাবিব’স এম এম এ একাডেমি’ তে।

মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই মুনজুর অংশ নিয়েছেন দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মার্শাল আর্ট প্রতিযোগিতায়। আর জিতেছেন একের পর এক পদক ও স্বীকৃতি তার মধ্যে অন্যতম নকআউট নাইট আন্তর্জাতিক এম এম এ চ্যাম্পিয়নশিপ (২০১৮) স্বর্ণপদক, বুম আইপিএফএল ফাইট নাইট ১০ ও ১১ স্বর্ণপদক ,লাস্ট ম্যান স্ট্যান্ডিং ফাইট নাইট ২ স্বর্ণপদক, ওপেন এশিয়া চ্যাম্পিয়নশিপ রৌপ্যপদক, ডাবল হর্স নকআউট ০০১ ডব্লিউ এম সি টাইটেল ফাইট বিজয়ী।

সবচেয়ে সাম্প্রতিকভাবে, ‘ডাবল হর্স নকআউট ০০১’ এ ভারতের অভিজ্ঞ যোদ্ধা আজহারউদ্দীন সুধীরকে পরাজিত করে জাজদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে শিরোপা জিতেছেন তিনি।

মুনজুর বলেন, “আমার এই পথচলায় সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে আমার পরিবার। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি সাহস আর সমর্থন দিয়েছেন আমার ফুফু মোছাঃ নারগিস খাতুন। কেউ যখন বলতো ‘তুই কী করবি এসব দিয়ে’, তখন তিনি বলতেন তুই মন থেকে কর, আমরা আছি তোর পাশে।”

তিনি আরও বলেন, “আমার বন্ধুদের কথাও না বললেই নয়। তারাই ছিল আমার প্রথম ফাইটিং পার্টনার। মাঠে, নদীতে, বাড়ির উঠানে, এমনকি স্কুল শেষে এক পাশে দাঁড়িয়ে আমরা প্র্যাকটিস করতাম। তারা যদি না থাকত, আমি হয়তো আজ এতদূর আসতে পারতাম না।”

মুনজুরের অনুপ্রেরণা এসেছিল কনর ম্যাকগ্রেগর, খাবিব নুরমাগোমেদভ এবং মোহাম্মদ আলীর মতো কিংবদন্তিদের কাছ থেকে। তবে এখন তার চোখ আন্তর্জাতিক র্যাঙ্কিংয়ে।

“আমি চাই, একদিন বাংলাদেশের পতাকা আন্তর্জাতিক মঞ্চে উড়ুক। এটা সহজ নয়, কিন্তু অসম্ভবও নয়। একজন তরুণের ইচ্ছা যদি দৃঢ় হয়, সে পাহাড়ও সরাতে পারে।” বলেন মুনজুর।

মুনজুর আলমের স্বপ্ন একটাই বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়া। শুধু নিজের জন্য নয়, দেশের জন্য, মেহেরপুরের জন্য। তার চোখে ভাসে একটাই লক্ষ্য বাংলাদেশকে মার্শাল আর্ট দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করা।

মেহেরপুরের একটি অজপাড়া গ্রাম গাড়াবাড়িয়া থেকে উঠে এসে আন্তর্জাতিক রিংয়ে লড়ছেন একজন তরুণ এটাই প্রমাণ করে, স্বপ্ন কখনও সীমাবদ্ধতার মধ্যে আটকে থাকে না।

মুনজুর আলম এখন শুধুই একজন ফাইটার নন তিনি একজন যুব অনুপ্রেরণা। তার লড়াই, তার সাহস, তার অদম্য মনোবল প্রতিটি তরুণকে শেখায় “তুমিও পারো!”

প্রথম কোচ রাজন হালদার লিটনের স্মৃতিতে এখনো ভাসে সেই শুরুর দিনগুলো। তিনি বলেন, “আমি যখন মুনজুরকে প্রথম দেখি, তখনই বুঝেছিলাম এই ছেলেটা একদিন কিছু করে দেখাবে। আমি শুরু থেকে এখনো পর্যন্ত তার ওপর গর্ব করি।”

বর্তমান কোচ হাবিব পারভেজ বলেন, “কোনো সন্দেহ ছাড়াই মুনজুর আলম বাংলাদেশের অন্যতম সেরা ফাইটার। বাংলাদেশ এখন তাকে নিয়েই স্বপ্ন দেখতে পারে। আমরা আশা করি, তাকে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হিসেবে দেখতে পাব।”

মুনজুরের মা বলেন, “আমি অনেক খুশি আমার ছেলের এমন অর্জনের জন্য। তবে কখনো ভাবিনি, আমার ছেলেটা একদিন দেশের নাম উঁচু করবে। ছোটবেলায় পড়ালেখা না করে সারাদিন শুধু ঝাঁপাঝাঁপি করত। তখন বুঝিনি, ওর ভেতরে লুকিয়ে আছে এত বড় প্রতিভা। সকলে আমার ছেলের

জন্য দোয়া করবেন, যেন আরও বড় হতে পারে।”

বন্ধু ও সহযোদ্ধা হুসাইন কবির বলেন, “সে এখন বাংলাদেশের সেরা ফাইটার, এবং আমি বিশ্বাস করি, সে-ই হবে প্রথম বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আমাদের দেশ থেকে। সে শুধু আমার বন্ধু নয়, সে আমার অনুপ্রেরণা।”

ফুফু নারগিস আক্তার বলেন, “ছোটবেলা থেকেই মার্শাল আর্টে ভীষণ আগ্রহী ছিল মুনজুর। আমি বুঝেছিলাম, এই ছেলে একদিন অনেক দূর যাবে। আজ সে দেশের প্রতিনিধিত্ব করছে এটা ভাবলেই চোখে পানি চলে আসে।”

দুই প্রজন্মের দুই কোচ, মা, ফুফু ও বন্ধুর মুখে উচ্চারিত একটিই নাম মুনজুর আলম। দেশের গর্ব হয়ে ওঠা এই তরুণের গল্প শুধু ক্রীড়ার নয়, এটা স্বপ্ন দেখা এবং তা অর্জনের এক অনন্য উদাহরণ।

মেহেরপুরের নতুন দরবেশপুরে প্রত্যাশার আলো সংগঠনের পক্ষ থেকে ঈদ উপহার বিতরণ

মেহেরপুর সদরের নতুন দরবেশপুর গ্রামে ঈদ উল আযহা উপলক্ষে অসহায় ও দরিদ্র মানুষের মাঝে ঈদ উপহার বিতরণ করেছে মানবিক সংগঠন “প্রত্যাশার আলো”।

গতকাল বুধবার বিকেলে এই কর্মসূচির মাধ্যমে প্রায় ২৫০টি প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত পরিবারকে ঈদের খাদ্যসামগ্রী এবং প্রয়োজনীয় উপহারসামগ্রী প্রদান করা হয়। ঈদের আনন্দ সবার মাঝে ছড়িয়ে দেওয়াই ছিল এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য।

সংগঠনের সভাপতি শামীমুল ইসলাম শামীম বলেন, “ঈদ শুধু ধর্মীয় উৎসব নয়, এটি সহানুভূতি ও ভালোবাসা ভাগ করে নেওয়ার সময়। আমরা চাই সমাজের কেউ যেন এই আনন্দ থেকে বঞ্চিত না থাকে।”

সাধারণ সম্পাদক শাকিল আহমেদ বলেন, “আমরা এখন অনুভূতির সংকটে ভুগছি। প্রত্যাশার আলো শুধু একটি সংগঠন নয়—এটি এক বিবেক-জাগরণী

আন্দোলন, যেখানে মানুষ তার দায়িত্ব অনুভব করে অন্যের পাশে দাঁড়ায়।”

সংগঠনটির মূল স্লোগান—“প্রজন্মের প্রত্যাশা বিনির্মাণে আমরা”—কে সামনে রেখে কাজ করছে “প্রত্যাশার আলো”, যারা মানবিক মূল্যবোধ পুনর্জাগরণ ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে সক্রিয়ভাবে ভূমিকা রাখছে।

সংগঠনটি ভবিষ্যতে অবৈতনিক পাঠদান, বয়স্ক ভাতা, মানবাধিকার সচেতনতা বৃদ্ধি, নারীর প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাজ উন্নয়নে আরও ব্যাপক অবদান রাখার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছে।

আপনার একটুখানি সহযোগিতা বদলে দিতে পারে একটি জীবন। সাহায্যের হাত বাড়ান, আলো ছড়িয়ে দিন।” অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আরজুল্লাহ রহমান বাবলু। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দেওয়ান শফিকুল ইসলাম শফি , জাহিদ বিশ্বাস, কাওসার বিশ্বাস ও আজের আলী।

উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মুফতি খায়রুল বাশার, মাহাবুবুল ইসলাম, আশাদুল ইসলাম, ও আলমাছ।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্ব ও সদস্যবৃন্দ, যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য: আকাশ ইসলাম (সাংগঠনিক সম্পাদক), নাজমুস সাকিব (দপ্তর সম্পাদক), মুন আফ্রিদী (প্রচার সম্পাদক), তাসিনুল ইসলাম সৌরভ (ছাত্রবৃত্তি সম্পাদক), আহসান তাহমিদ (উন্নয়ন সম্পাদক), এবং কার্যনির্বাহী সদস্য হাসিবুল, সুজন, রফিক, রশিদ, সাইরুল, সাহাবুল, মামুন, নয়ন, বাবু, সাকিব, সাহাদ, মমিন সহ অনেকেই।

বয়লার মেশিনের ওপর থেকে পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

কুষ্টিয়ায় বয়লার মেশিনের ওপর থেকে পড়ে নাইম হোসেন (১৮) নামের এক

শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার সকালে কবুরহাট ব্যাপারী এগ্রো ফুড অটো রাইস মিলে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত নাইম রাজশাহীর পুটিয়া উপজেলার সৈয়দপুর গ্রামের শহিদ ফকিরের ছেলে। তিনি কবুরহাট বাজার এলাকায় ভাড়া থেকে ওই রাইস মিলের সহকারী হিসেবে কাজ করতেন।

মিল সূত্রে জানা যায়, নাইট ডিউটিতে রাইস মিলের সহকারী হিসেবে কাজ করছিলেন নাইম। সকালে মিলের বয়লার মেশিনে পানি শেষ হয়ে যায়। পানি দিতে সিঁড়ি বেয়ে দ্বিতীয় তলায় উঠতে গিয়ে পা পিছলে নিচে পড়ে মারা যান নাইম।

খবর পেয়ে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে। কুষ্টিয়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) দেলোয়ার হোসেন খান বলেন, রাইস মিলের বয়লার মেশিনের পানি শেষ হওয়ায় পাম্প চালু করতে গেলে নিচে পড়ে মারা যায় নাইম।

তবে এ বিষয়ে স্বজনদের কোনো অভিযোগ না থাকায় ময়নাতদন্ত ছাড়াই পরিবারের কাছে মরদেহ হস্তান্তর করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় গাছ থেকে পড়ে শ্রমিকের মর্মান্তিক মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গায় গাছ কাটতে যেয়ে পা পিছলে পড়ে সেলিম হোসেন (৪৫) নামের এক গাছ কাটা শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। সেলিম হোসেন চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার পদ্মবিলা ইউনিয়নের হায়দারপুর গ্রামের বাসিন্দা।

গতকাল সোমবার বেলা ৩টার সময় চুয়াডাঙ্গা রেল বাজার অদূরে রাস্তার উপর অবস্থিত পুরাতন গাছ কাটতে যেয়ে এই দুর্ঘটনা ঘটে। জানা যায়, সেলিম হোসেন গাছ কাটার শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন।

প্রতিদিনের ন্যায় চুয়াডাঙ্গা রেল বাজারের রাস্তার উপর অবস্থিত পুরাতন গাছ কাটতে যান তিনি এ সময় গাছের ডাল কাটতে যেয়ে ৪০ ফিট

উচ্চতা থেকে পা পিছলে অসাবধানতাবশত তিনি গাছ থেকে রাস্তার ওপর পড়ে গুরুতর আহত হন।

এ অবস্থায় অন্য গাছ কাটা শ্রমিক ও স্থানীয় লোকজন তাকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে দায়িত্বরত চিকিৎসক তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করে রাজশাহী মেডিকেলে রেফার্ড করেন। আজ মঙ্গলবার রাজশাহী মেডিকেলে বেলা সকাল ১০ টার সময় মৃত্যু হয় তার।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, চুয়াডাঙ্গা সদরের শংকরচন্দ্র ইউনিয়নের মসজিদ পাড়া নিবাসী শান্তি রহমানের ৬ ছেলেমেয়ের মধ্যে বড় ছেলে সেলিম হোসেন (৪৫)। বর্তমানে সেলিম হোসেন চুয়াডাঙ্গা সদরের পদ্মবিলা ইউনিয়নের হায়দারপুর গ্রামে বসবাস করতেন।

হায়দাপুর গ্রামের আমান জানান, সেলিম হোসেনের তিন কন্যা সন্তান ও একটি পুত্র সন্তানের জনক। তিন কন্যা সন্তানের বিবাহিত হলেও পুত্রসন্তান নবালক। পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ব্যক্তি ছিলেন তিনি।

পরিবারের একমাএ উপার্জনকারি ব্যক্তিকে হারিয়ে দিশেহারা পরিবারের লোকজন। মঙ্গলবার রাত বারোটার সময় চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা পদ্মবিলা ইউনিয়নের হায়দার পুর গ্রামের ঈদগাহ মাঠে তাকে জানাজা করিয়ে হায়দার পুর কেন্দ্রীয় কবরস্থান দাফন কার্য সম্পন্ন করা হয়।